দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

এস. ভি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

হোস্টেল সুপারের মাসিক বেতন ১০ টাকা

। আবু বকর সিদ্দিক হিরো।

কিশোরগঞ্জ, ১৩ই জানুয়ারী অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ২০ বছর আগে সরকারীকরণকৃত একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসটি আজো বেসরকারী পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং এর তত্ত্বাবধায়িকার মাসিক বেতন মাত্র ১০ টাকা।

বিদ্যালয়টি হচ্ছে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের এস. ভি, সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৪৩ সালে স্থাপিত এ বিদ্যালয়টিকে ১৯৬৭ সালে সরকারীকরণ করা হয়। এর ৭ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬০ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্রী-নিবাসটি নির্মিত হলেও সরকারের দৃষ্টি এর দিকে পড়েনি। এমনকি আজ পর্যন্তও না।

সম্পূর্ণ বে-সরকারী পর্যায়ে মারাত্মক আর্থিক দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে পরিচালিত কিশোরগঞ্জ এস,ভি, সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ছাত্রীনিবাসটির যাবতীয় ব্যবস্থাপনার ব্যয়ভার আবাসিক ছাত্রীদের তথা তাদের অভিভাবকদেরই বহন করতে হয়। এ যাবৎ এ নিয়মই চলে আসছে।

ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে বিদ্যালয়ের কোন একজন সহকারী শিক্ষিকাকে দায়িত্ব দেয়া হয় পর্যায়ক্রমে। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপারযে, এ অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্যে আর সম্মানী ভাতা দেয়া হয় মাসে মাত্র ১০ টাকা।

অতিরিক্ত ১০ টাকা মাসিক বেতনের এ দায়িত্বে বর্তমানে নিয়োজিত কিশোরগঞ্জ এস,ভি, সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মিসেস আবেদা বেগমের সাথে সেদিন আলাপ করে জানা গেল তার ছাত্রীনিবাসের হাজারো সমস্যার কথা।

১৯৬০ সালে মাত্র ৩০ জন ছাত্রীর বাসযোগ্য এ টিনশেড ছাত্রী নিবাসটি নির্মাণের পর থেকে অদ্যাবধি এর কোন সংস্কার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধিত হয়নি। ফলে এর দেয়ালের প্লাষ্টার ও চুনকাম খসে পড়ছে আপনিতেই। এ অবস্থা চলতে থাকলে এটি অচিরেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তে বাধ্য।

এখানে উন্নত সেনিটেশনের অভাব রয়েছে। ফলে পানি নিষ্কাশনের অভাবে এর স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিয়ম আসবাবপত্রের স্বল্পতা, স্নান সংকুলানের অভাব এবং ত্রুটিপূর্ণ পয়:প্রণালী বর্তমানে এখানকারছাত্রীদের আবাসিক জীবন ও শিক্ষাকে অনেকাংশে ব্যাহত করে চলছে।

বিষয়টি নিয়ে আলাপ হলো এস, ভি, সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সাথে। তিনিও ছাত্রীনিবাসটির শোচনীয় অবস্থায় দু:খ প্রকাশ করলেন এবং সাথে যোগ করলেন গোটা বিদ্যালয়ের কিছু সমস্যার কথা। প্রতি বছরের প্রথম দিকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি সমস্যা, স্নান সংকুলানের অভাব, শিক্ষক-ষ্টাফ-কর্মচারী ও আসবাবপত্রের স্বল্পতা ইত্যাদি।

বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক, ২জন সিনিয়র শিক্ষক, ১ জন প্রধান মওলানা, ৩জন সহকারী শিক্ষক, ১জন উচ্চমান সহকারী এবং আরো ২জন কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে। ছাত্রীবহনকারী বিদ্যালয়ের নিবাসটি ১৩ বছর যাবৎ অকেজো হয়ে পড়ে আছে।